ডকেট নং ২১৬০ তাং ৩০/০৫/১৭
সচিব/ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/কলেজ পরিদর্শক/
বিদ্যালয় পরিদর্শক/পি.এস.টু চেয়ারম্যান
অতীব জরুরী/জরুরী/আলাপ করুন/নথিভুক্ত করুন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১০ (মাধ্যমিক-১)
www.moedu.gov.bd

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৫.০০১.০৪-৫২৯

তারিখ : ০৯ আষাঢ়, ১৪২২
২৩ জুন, ২০১৫

পরিপত্র

বিষয় : মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদরাসা, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের টয়লেট ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নতকরণ।

পরিবারের বাইরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই হলো মানুষের সদগুণাবলী বিকাশের আর্দশ প্রতিষ্ঠান । কিন্তু এখানে বহু শিক্ষার্থী একত্রে অবস্থানের কারণে সংক্রামক ব্যাধি দ্রুত ছড়াতে পারে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখা প্রয়োজন। সেই বিবেচনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টয়লেট গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৪ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ ন্যাশনাল হাইজিন বেজলাইন সার্ভে অনুযায়ী প্রতি ১৮৭ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১টি টয়লেট আছে। কিন্তু এর ৪৫% নানা কারণে বন্ধ থাকে। দুই তৃতীয়াংশ টয়লেটের ভিতরে বা কাছাকাছি পানি ও সাবানের ব্যবস্থা থাকে না। এ ছাড়া টয়লেট সমূহের জানালা ছোট, আলো-বাতাসের অভাব, বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলেও বাল্ব থাকে না বা অকেজো; দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পরিবেশ নষ্ট করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টয়লেটের অব্যবস্থাপনা মেয়েদের স্বাস্থ্য সমস্যা এবং উপস্থিতির উপর বেশি প্রভাব ফেলে। ঋতুকালীন (মাসিক) সময়ে বেশির ভাগ মেয়েরা স্কুলে উপস্থিত হতে পারে না । শতকরা ৮০ভাগ উপস্থিতি না থাকায় উপ-বৃত্তি হতে বঞ্চিত হয়।

উপর্যুক্ত অবস্থার প্রেক্ষাপটে এখন থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদরাসা, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল:

১. টয়লেট পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়টি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির নজরদারিতে আনতে হবে। ম্যানেজিং কমিটি এ খাতে একটি পৃথক সংরক্ষিত তহবিলের ব্যবস্থা করবে। ম্যানেজিং কমিটি টয়লেটসমূহ নিয়মিত পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ করবে। সংরক্ষিত তহবিল হতে এ ব্যয় মিটানো যাবে।

২. টয়লেট পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য শিক্ষকদের নেতৃত্ব দিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্কাউট, গার্লস গাইড নিয়ে টয়লেট ও স্যানিটেশন কমিটি গঠন করা যেতে পারে। প্রধান শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দলে বিভক্ত করে পালাক্রমে সারা বছরের জন্য টয়লেট পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব দিবেন।

৩. জেন্ডার বান্ধব স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে হবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা রাখতে হবে। টয়লেটসমূহে আবশ্যিকভাবে ঢাকনাযুক্ত প্লাস্টিকের পাত্র রাখতে হবে।

৪. ভিন্নভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবহার উপযোগী টয়লেট নির্মাণ করতে হবে। শিক্ষা প্রকৌশল দপ্তর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

৫. প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের ঋতুকালীন (মাসিক) বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য শিক্ষিকাকে নির্দিষ্ট করে দায়িত্ব দিতে হবে।

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিন (প্রয়োজনে অন-পেমেন্ট) রাখার ব্যাপারে ম্যানেজিং কমিটিকে উদ্যোগ নিতে হবে।

৭. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তা, বিদ্যালয় পরিদর্শক, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানীয় জল, টয়লেট ব্যবস্থা, মেয়েদের টয়লেট ব্যবস্থা, হাত ধোয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৮. স্কুল স্যানিটেশনের বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণার জন্য স্থানীয় এনজিওসমূহকে জেলা প্রশাসন থেকে অনুরোধ জানাতে হবে। এনজিও, বেসরকারি সংস্থাসমূহ টয়লেট পরিচ্ছন্ন রাখা, পানীয় জল, হাত ধোয়ার বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালাবে।

চলমান পাতা/-২

৯. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টয়লেটসমূহে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল এবং আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি, মোশন সেন্সর, গ্রীন টেকনোলজি ব্যবহার করা যায়। টয়লেটে পর্যাপ্ত পানি এবং সাবানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১০. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে তথ্য থাকতে হবে।

১১. স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (সরকারি-বেসরকারি) হতে অন্তত বছরে দুই বার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করার জন্য জেলা প্রশাসন উদ্বুদ্ধ করবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/২৩.০৬.২০১৫
(মো. নজরুল ইসলাম খান)
সচিব

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর,শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ঢাকা (তাঁকে এনজিওসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।)
৩. মহাপরিচালক , কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর,আগারগাঁও, ঢাকা।
৪. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড,ঢাকা/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/সিলেট/রাজশাহী/দিনাজপুর/বরিশাল/ যশোর/বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৬. জেলা প্রশাসক (সকল)।
৭. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল)।
৮. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল)।

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৫.০০১.০৪-৫২৯ তারিখ ঃ ০৯ আষাঢ়, ১৪২২ / ২৩ জুন, ২০১৫

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্যক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ/স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়/সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন ও অর্থ/উন্নয়ন/বিশ্ববিদ্যালয়/কারিগরি/মাদরাসা) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
৬। যুগ্মসচিব(কলেজ/মাধ্যমিক-১/২/উন্নয়ন-১/২) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সচিবের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(পরিপত্রের খসড়াটি ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)।

২৩/৬/১৫
(মোঃ মুহিবুর রহমান)
উপসচিব
ফোন ঃ ৯৫৭৬৭৮০

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর

Web: www.dinajpureducationboard.gov.bd, email : dinajpureducationboard@gmail.com

স্মারক নং- মাউশিবোদি/প্রশাঃ/৩৯৭৫(২) তারিখঃ ০১/০৬/২০১৭ খ্রিঃ

অত্র শিক্ষাবোর্ডের আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে পরিপত্রে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরন ও বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১/৬/১৭
(প্রফেসর আহমেদ হোসেন)
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
দিনাজপুর